পাঠ্যক্রমে সামাজিক ও আচরণগত পরিবর্তন অন্তর্ভুক্তির পরামর্শ

নিজস্ব প্রতিবেদক
০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১২:০০ এএম

বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের পাঠ্যক্রমে সামাজিক ও আচরণগত পরিবর্তন (এসবিসি) বিষয় অন্তর্ভুক্ত করার পরামর্শ দিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি)। উন্নয়নের জন্য যোগাযোগ (কমিউনিকেশন ফর ডেভেলপমেন্ট-সিফোরডি) বিষয়ে বিদ্যমান পাঠ্যক্রম হালনাগাদ করে বৈশ্বিক প্রবণতার সঙ্গে সামঞ্জস্য করতে এ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। গতকাল রবিবার গাজীপুরের রাজেন্দ্রপুরে ব্র্যাক সিডিএমে ইউজিসি ও ইউনিসেফের যৌথ আয়োজনে দুই দিনব্যাপী কর্মশালায় এ কথা জানানো হয়। সোমবার কর্মশালাটি শেষ হবে।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ইউজিসি সদস্য অধ্যাপক মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন। তিনি বলেন, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা জরুরি। তাদের চাহিদা বুঝে সামাজিক সমস্যা সমাধানে এসবিসি ও সিফোরডি কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ইউজিসির আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বিভাগের পরিচালক (চলতি দায়িত্ব) জেসমিন পারভীন। বিশেষ অতিথি ছিলেন ইউজিসি সদস্য অধ্যাপক মাছুমা হাবিব। তিনি বলেন, দেশের কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতোমধ্যে সিফোরডি পড়ানো হচ্ছে। তবে এই কর্মশালার সীমাবদ্ধতা চিহ্নিত করে শিক্ষার্থীদের জন্য নতুন শিক্ষণ মডেল তৈরি করা হবে।

কর্মশালায় সেশন নেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক সৈয়দ তানভীর রহমান, ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টসের সহযোগী অধ্যাপক সরকার বারবাক কারমাল এবং ইউনিসেফের প্রোগ্রাম ম্যানেজার মো. বদরুল হাসান। তারা এসবিসি ও সিফোরডি-বিষয়ক পাঠ্যক্রমে আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অন্তর্ভুক্তির ওপর জোর দেন। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন ইউজিসির উপপরিচালক মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম। কর্মশালায় বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও গবেষকরা অংশ নেন।

প্রসঙ্গত, ২০১৭ সালে ইউনিসেফের সহযোগিতায় ইউজিসি প্রথমবারের মতো সিফোরডি পাঠ্যক্রম প্রণয়ন করে। তবে বিশ্বব্যাপী নতুন ধারণা যুক্ত হওয়ায় এখন এটি ‘সামাজিক ও আচরণগত পরিবর্তন’ বা এসবিসি নামে বিস্তৃত আকারে বিবেচিত হচ্ছে। তাই বর্তমান পাঠ্যক্রম পর্যালোচনা করে নতুন বাস্তবতা ও চাহিদা অন্তর্ভুক্ত করা এবারের কর্মশালার মূল উদ্দেশ্য।